দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

# এ বছর মাথাপিছু দেশজ আয় ৬৪০৯ টাকা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় এবছর মাথাপিছু দেশজ আয় ৯৫ টাকা বেড়ে পৌঁছেছে ৬৪০৯ টাকায়। এ বছর মোট দেশজ উৎপাদন ৩

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

## এ বছর মাথাপিছু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দশমিক ৬ ভাগ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। গত বছর মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৫ দশমিক ৮৪ ভাগ। এ তথ্য অর্থনৈতিক জরীপের।

দেশজ উৎপাদন হ্রাস সম্পর্কে জরীপে বলা হয়, চলতি সালের শুরুতেই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রেক্ষিতে তেলের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রায় ১ লাখ প্রবাসীর দেশে ফিরে আসার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি প্রধান সূত্র বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় অর্থযোগান সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। অন্যদিকে সাম্প্রতিককালে শতাব্দীর প্রচন্ডতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ধ্বংসলীলার ফলে চলতি সালের অবশিষ্ট সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় এক প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন গত বছরের চেয়ে প্রায় ৫ লাখ টন বেড়ে আনুমানিক ১ কোটি ৯২ লাখ ৩০ হাজার টনে পৌঁছুবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার গত বছরের তুলনায় ২ দশমিক ৪৩ হবে। গত বছর কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫ দশমিক ৬ ভাগ।

মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ফলে কুয়েত থেকে প্রায় ৯০ মিলিয়ন ডলার ও ইরাক থেকে ১০ মিলিয়ন ডলার প্রাপ্তি থেকে দেশ বঞ্চিত হয়েছে।

৯-৪

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 JUN 1991 ...

পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 4

9-B

# ২৫ শতাংশ রফতানী বেড়েছে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধসহ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ৯০-৯১ অর্থ বছরে নির্ধারিত কর্মসূচীর তুলনায় আমদানী ও রফতানী বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে। ফলে বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির

(৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

## ২৫ শতাংশ রফতানী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরিমাণও কিছুটা কমেছে। ৮৯-৯০ সালের ৭,৪৮২ কোটি টাকার বাণিজ্য ঘাটতি এবার ১২.২% হ্রাস পেয়ে ৬,৫৭০ কোটি দাঁড়াবে বলে অর্থনৈতিক জরীপ রিপোর্টে বলা হয়েছে।

পণ্য বাণিজ্যে এ বছর রফতানীর পরিমাণ ৮৯-৯০ অর্থ বছরের চেয়ে প্রায় ২৫ শতাংশ বেশী হবে। ৮৯-৯০ সালে পণ্য রফতানী করে দেশের আয় হয়েছিল ৪,৮৯৩ কোটি টাকা। এবার আয় হতে যাচ্ছে ৬,১১০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে আলোচ্য সালে আমদানী বাবদ ব্যয় ৮৯-৯০ সালের আমদানী ব্যয় ১২,৩৭৫ কোটি টাকা হতে ৩.৩% ভাগ বেড়ে ১২,৭৮০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, চলতি অর্থ বছরে বৈদেশিক খাতে যে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা ছিল বর্তমান সরকার তা মোকাবিলা করেছেন। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও সন্তোষজনক রাখা সম্ভব হয়েছে।

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13. JUN. 1991 ..
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪

অর্থনৈতিক জরিপ রিপোর্ট

# দেশের সর্বত্র জীবন যাত্রার ব্যয় বাড়ছে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

দেশের সর্বত্রই জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে। গত জানুয়ারীতে ঢাকাতে মূল্যস্ফীতির সূচক ছিল ৭.৮ শতাংশে, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে মে মাসে ৮.৭ শতাংশে উন্নীত হয়। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী ছয়ফুর রহমান আরও বলেছেন যে; প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈদেশিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আগামীতেও মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ অব্যাহত থাকতে পারে।

অর্থমন্ত্রী আরও জানান যে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা কম থাকার ফলে বর্তমান বছরে সার্বিক মূল্যস্ফীতির সূচক নিম্ন পর্যায়ে থাকে। তবে ৮৯–৯০ সালের তুলনায় ৯০–৯১ সালে মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা নিম্ন পর্যায়ে ছিল।

অর্থনৈতিক জরীপের রিপোর্ট

(শেষ পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

## জীবন যাত্রার ব্যয় বাড়ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থেকে জানা যায়, চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই–মার্চ) পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় রাজধানী ঢাকায় মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায় ৯.৪২ শতাংশে। এ তুলনায় ঢাকার নিম্নআয়ের লোকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে শতকরা ১১.৬০ ভাগ। ১৯৯০ সালের মার্চে যেখানে নিম্নআয়ের ব্যক্তির জীবনযাত্রার ব্যয় ছিল ৬৩৯ টাকা ২৭ পয়সা, সেখানে তা ১৯৯১ সালের মার্চে বেড়ে দাঁড়ায় ৭১৩ টাকা ৪১ পয়সায়।

ঢাকার গ্রামীণ জীবনযাত্রার ব্যয়ও বেড়েছে শতকরা ১১.০২ ভাগ। '৯০ সালের মার্চে যেখানে ব্যয় ছিল ৫০৬ টাকা ৪০ পয়সা, '৯১ সালের মার্চে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৬২ টাকা ২২ পয়সায়।

সকল স্তরেই জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে।

চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে— চট্টগ্রামে ৮.৩৩ ভাগ, রাজশাহীতে ৯.৭৯ ভাগ ও খুলনায় ৯.০৫ ভাগ।

২-৫

৫

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ...13 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

## কোটি টাকা উদ্বৃত্ত

## শিক্ষাখাতে সর্বাধিক বরাদ্দ

# ৫৩ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেট

## আর্থিক শৃঙ্খলা আনতে হবে

## ন্যায়ভিত্তিক সমাজই লক্ষ্য

।। বিশেষ সংবাদদাতা ।।

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব মোঃ সাইফুর রহমান গতকাল জাতীয় সংসদে ১৯৯১-৯২ সালের জন্য ৮৫০৩ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেট এবং ৭৫০০ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী পেশ করেছেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করে ক্রমান্বয়ে একটি স্বনির্ভর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে এই বাজেটে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বহুদলীয় গণতন্ত্র, উদার অর্থনৈতিক কাঠামোর বিকাশ, নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণের মাধ্যমে বাজারমুখী প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি গড়ে তোলার অঙ্গীকার তার সরকারের কর্মসূচীর ভিত্তি। স্পীকার জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

আগামী অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব-খাতে আয় ধরা হয়েছে ৮৫০৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ৮০৮৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। উদ্বৃত্ত দেখান হয়েছে ৪১৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ১২৫৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে যা মোট রাজস্ব বাজেটের ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ। দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

১৯৯১-৯২ সালের বাজেটে সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার ৫ দশমিক ৭ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। চলতি বাজেটে মূল প্রাক্কলন অনুসারে আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার ৪ শতাধিক ২ শতাংশ অনুমিত হয়েছিল। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের পর এই হার ৩ দশমিক ৫ থেকে ৪ শতাংশে হ্রাস পেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৫০৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকার রাজস্ব আয়ের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে ৬৪৯০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কর হতে ৪১১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। কর ব্যতীত অন্যান্য খাত হতে আয় ধরা হয়েছে ১৬০১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা।

চলতি বছরের বাজেটে রাজস্ব আয় ধরা হয়েছিল ৮০৫০ কোটি ৪৬ লক্ষ

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

# ৮৫০৩ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

টাকা। সংশোধিত বাজেটে এই আয় ৭৮২২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটে সর্বাধিক ব্যয় শিক্ষাখাতে ১২৫৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, প্রতিরক্ষাখাতে ১২০৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা, সমাজ ও সমাজ-কল্যাণ কার্যক্রমখাতে ৫৯৮ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ৪০১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, পুলিশ প্রশাসনখাতে ৩০৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। চলতি বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৭৩০০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এই ব্যয় মাত্র ১০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়।

৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী পেশ করা হয়েছে, তাতে প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৪৩৮০ কোটি টাকা, পণ্য সাহায্য বাবদ পাল্টা তহবিল ১৭৩০ কোটি টাকা এবং পিএল-৪৮০, ইইসি ইত্যাদি খাতে ৩২৫ কোটি টাকাসহ সব মিলিয়ে মোট বহিঃসহায়তার পরিমাণ দেখান হয়েছে ৬৪৩৫ কোটি টাকা। এর সঙ্গে রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৪১৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পূর্বসঞ্চিত উদ্বৃত্ত হতে ৩১৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা যোগ করে তার থেকে অভ্যন্তরীণ মূলধন বাজেটের নীট ৩৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং খাদ্য বাজেট ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ১৮৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা বাদ দিয়ে মোট অভ্যন্তরীণ ৫১০ কোটি টাকা উন্নয়ন কর্মসূচীতে যোগান দেয়ার পরও ৫৫৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই অর্থ নতুন ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে সংস্থান করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। উপরোক্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে যে অর্থ যোগান দেয়া হচ্ছে তার পরিমাণ ১৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের উন্নয়ন কর্মসূচীর মূল বরাদ্দ হতে আগামী সালের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যয়ের পরিমাণ ১৮৩২ কোটি টাকা এবং সংশোধিত কর্মসূচীর তুলনায় ১৩৭৯ কোটি টাকা বেশী।

চলতি বছরের মূল বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৫৬৬৮ কোটি এবং সংশোধিত বরাদ্দে ৬১২১ কোটি টাকা ধরাহয়েছে।

সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে ৫৩৫০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। মূল প্রাক্কলনের তুলনায় এর পরিমাণ ২৩০ কোটি টাকা বেশী। মূল এস্টিমেটসে অভ্যন্তরীণ সম্পদ ধরা হয়েছিল ৪৩৮ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। সংশোধিত বাজেটে ধরা হয়েছে ৭৭০ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ১২ দশমিক ৬ শতাংশ আভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে সংস্থান করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় সরকারের সকল কাজে দায়বোধ ও স্বচ্ছতা স্থাপনের মাধ্যমে সমাজ হতে দুর্নীতি দূর করতে এবং সমষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব ও মুদ্রা নীতিতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। সমাজদেহ থেকে দুর্নীতি দূর ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে দক্ষতা আনার জন্য সরকার নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ম-কানুনের মাত্রা হ্রাস করবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

অর্থমন্ত্রী জানান যে, পাবলিক ইউটিলিটিজ সংস্থাগুলোয় সিসটেমলস নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। ফলে অনাবশ্যক মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কর্মসূচী নেয়া হবে।

স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ ও কর ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতিবছর মোট দেশজ উৎপাদনের শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ হারে বর্ধিত কর আদায়ের কর্মপন্থা নেয়া হবে। ১৯৮০-৮১ সালে উন্নয়ন ব্যয়ের ৩৫ শতাংশ আভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে পাওয়া যেত। ১৯৮৯-৯০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় শূন্যের কোঠায়। ১৯৯৫ সাল নাগাদ অভ্যন্তরীণ সম্পদের অংশ ৩৫ শতাংশে এবং এই শতকের শেষ নাগাদ ৫০ শতাংশের উর্ধ্বে উন্নীত করার আশা মন্ত্রী ব্যক্ত করেন।

অর্থমন্ত্রী প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে দায়বোধ প্রতিষ্ঠা, অর্থ ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনা এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু নীতি প্রতিষ্ঠার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

তিনি ঘোষণা করেন যে, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও শিল্প বিকাশের সাথে সংগতি রেখে অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে উদ্ধার ও উন্মুক্ত করা হবে। এই উদ্দেশ্যে শুল্ক ও কর কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং বিনিয়োগ পদ্ধতি সংরক্ষণ করা হবে।

তিনি ঘোষণা করেন যে, উদার ও বাজারমুখী অর্থনৈতিক কাঠামো সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সংগত মূল্যে সরকারের শেয়ার হস্তান্তর এবং সরকারের মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যসূচী নেয়া হবে। এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ১৯৯১-৯২ সালে পঞ্চাশ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ বিক্রয়ের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবে।

সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করার প্রতি মন্ত্রী জোর দেন। তিনি জানান, গত কয়েক বছরের হিসাবে দেখা যায় যে, রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি সর্বতোভাবে সন্তোষজনক নয়। অপরদিকে রাজস্ব ব্যয় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধির হার ৮৩-৮৪ সাল হতে ৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত গড়ে ১৪ শতাংশ এবং ব্যয় বৃদ্ধির হার ১৮ শতাংশ।

অর্থমন্ত্রী প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সরকারের সচেতনতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বেতন, ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বাবদ ব্যয় বৃদ্ধির সময় সরকারের আর্থিক অবস্থা, অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা হবে। উৎপাদনশীলতা ও কর্মক্ষমতার উন্নতির সাথে সংগতি রেখেই বেতন-ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। এই বাবদ ব্যয় উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির তুলনায় অধিক হলে ব্যয়তাড়িত মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি হয়। তিনি জানান যে, মোট রাজস্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হয়। এই খাতে সামান্য পরিবর্তনও সরকারের সার্বিক রাজস্ব ব্যয়ের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখে। দেশের অর্থনীতির নাজুক অবস্থার কথা মনে রেখেও সরকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন। তবে মজুরি ও বেতন বৃদ্ধির চেয়ে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য স্থিতিশীল রাখার প্রচেষ্টাই গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে সংগৃহীত সম্পদের সুষ্ঠু ও অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে একটি আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ে তোলাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের স্বার্থে জাতি হিসেবে স্বল্পমেয়াদী ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকার আহবান জানান।